182. Jd. 907. 11.

আমার জীবনী

ও

ইস্‌লাম-গ্রহণ

বৃত্তান্ত।

চর্চ্চ মিসনের ভূতপূর্ব্ব মিসনারী, জেলা নদীয়া—

পোঃ সাহারবাটী—গাঁড়াডোব নিবাসী—

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন প্রণীত

ও

দিনাজপুর, শিমোর নিবাসী—

মোহাম্মদ উমরুদ্দীন চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইসাই দিনেতে আমি না পে'য়ে নাজাত।
কালেমা পড়িনু মুখে একিনের সাত॥

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৫৯ নং কড়েয়া রোড;

রেয়াজ-উল্-ইস্‌লাম প্রেসে,

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৪ সাল; আষাঢ়।

182. Jd. 907. 11.

আমার জীবনী

ও

ইস্‌লাম-গ্রহণ

বৃত্তান্ত।

চর্চ্চ মিসনের ভূতপূর্ব্ব মিসনারী, জেলা নদীয়া—

পোঃ সাহারবাটী—গাঁড়াডোব নিবাসী—

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন প্রণীত

ও

দিনাজপুর, শিমোর নিবাসী—

মোহাম্মদ উমরুদ্দীন চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইসাই দিনেতে আমি না পে'য়ে নাজাত।
কালেমা পড়িনু মুখে একিনের সাত॥

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৫৯ নং কড়েয়া রোড;

রেয়াজ-উল্-ইস্‌লাম প্রেসে,

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৪ সাল; আষাঢ়।

IMPERIAL LIBRARY
NO. 520

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অদ্য প্রায় ৪।৫ বৎসর অতীত হইল, "ইস্‌লাম গ্রহণ" নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। অনেকেই পুস্তক চাহিয়া পান নাই। আমিও অর্থাভাবে প্রকাশ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি আমি দিনাজপুরের অন্তর্গত শিমোর গ্রামে প্রচারে গিয়াছিলাম। স্বজাতিবৎসল ও স্বধর্ম্ম পরায়ণ শ্রীযুক্ত মুন্‌শী মোহাম্মদ উমরুদ্দীন চৌধুরী সাহেব "ইস্‌লাম গ্রহণে"র অবস্থা শুনিয়া প্রকাশ করিতে বদ্ধপরিকর হন। আজ তাঁহারই যত্ন ও অর্থ ব্যয়ে "ইস্‌লাম গ্রহণে"র তৃতীয় সংস্করণ জনসমাজে প্রকাশ করিতে পারিলাম। তাঁহার অনুগ্রহ না হইলে এত সত্বর প্রকাশ হইত কি না সন্দেহ। তাই আজ উক্ত প্রকাশক সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি।

নদীয়া—গাঁড়াডোব।
১৩১৪ সাল।

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন।
ইস্‌লাম-প্রচারক।

আল্লাহু আক্‌বর।

আমার জীবনী

ও

ইস্‌লাম-গ্রহণ

বৃত্তান্ত।

পরম দয়ালু আল্লাহ্‌তালার নামে আরম্ভ করিতেছি।

আমার নাম শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন। ১২৭৭ সালের ১৫ই মাঘ সোমবার তারিখে, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুর গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম শেখ আমিরুদ্দীন। তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্মের নিয়মানুসারে যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। আমার পিতা আমাকে মুসলমান ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী করণার্থে আমার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমাকে একটী মক্‌তবখানায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। আমি মক্‌তবখানাতে কয়েক বৎসর অতি যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া, রোজা নমাজ ইত্যাদি কার্য্য করিতে আরম্ভ করি। তাহার পর আমার পিতা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করণার্থে আমাকে বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন।

আমি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করি। পরে আমার পিতা আমাকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার্থে কোন স্কুলে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানে আমার বিশেষ অসুবিধা হওয়াতে আমি কৃষ্ণনগরে গমন করি। কৃষ্ণনগরে পড়িতে পড়িতে মিসনারীদিগের সহিত আমার আলাপ হয়। তাঁহারা আমাকে বড় স্নেহ করিতেন; আবার আমিও তাঁহাদিগকে বড় ভক্তি করিতাম। পরে জনৈক মিসনারী আমাকে "বাইবেল" ও "ইস্‌লাম দর্শন" ইত্যাদি কতকগুলি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক প্রদান করেন; আমি তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করি। উক্ত পুস্তক যে আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতাম এমন নহে। যে যে স্থানে বুঝিতে না পারিতাম, সেই সেই স্থানে পেন্‌সিল দিয়া চিহ্ন করিয়া রাখিতাম এবং সময় ও সুযোগ অনুসারে মিসনারীদিগের নিকটে যাইয়া বুঝিয়া লইতাম। আমি যখন উক্ত পুস্তকগুলি তাঁহাদের নিকট বুঝিয়া লইতে যাইতাম, তখন তাঁহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন ও অতি যত্নের সহিত বুঝাইয়া দিতেন। যাহা হউক, উক্ত পুস্তক গুলি পাঠ করিতে করিতে আমার মনে মুসলমান ধর্ম্মে অবিশ্বাস ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে। এই প্রকারে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে আমি আসক্ত হই। খৃষ্ট ধর্ম্মের নিয়মানুসারে বাপ্তাইজ না হইলে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না; এই বিশ্বাসে আমিও বাপ্তাইজ হইতে ইচ্ছুক হইলাম এবং মিসনারীদিগের নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করিলাম। তাঁহারা আমার মনোভাব অবগত হইয়া আমাকে আরও কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিলেন

এবং আরও কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিলেন এবং সময়ে সময়ে নিকটে যাইয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। যাহা হউক এই সময় আমার হৃদয়ে এই অমূলক বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, "দীন ইস্‌লাম" মিথ্যা ও খৃষ্ট ধর্ম্ম সত্য। খ্রীষ্ট পাপীর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দরুদ) পাপীর প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। পরে আমি পুনরায় মিসনারীদিগের নিকটে যাইয়া বাপ্তাইজ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর তাঁহারা আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আমার বাপ্তাইজের একটী দিন স্থির করিয়া দেন। ইতিমধ্যে আমার বাপ্তাইজ হইবার কথা আমার বাটীস্থ লোকে জানিতে পারিয়া অতীব দুঃখিত হন এবং আমাকে বাটীতে ফিরাইয়া লইবার জন্য আমার নিকটে গমন করেন। আমার পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইত্যাদি অনেকেই আমার নিকটে আসিলেন এবং আমাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু আমার মন কিছুতেই তাঁহাদের কথায় প্রবোধ মানিল না ; সুতরাং আমি আর বাটীতে ফিরিলাম না। আর কি ফিরিবার যো আছে? এদিকে যে মিসনারীদিগের মোহন মন্ত্র হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। যাহা হউক এই সময়ে যদি আমি "রদ্দে-খ্রীষ্টিয়ান" পুস্তক ও শ্রীযুক্ত মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লা সাহেব সদৃশ প্রচারক পাইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় খ্রীষ্টিয়ান হইতাম না। অনন্তর অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া খ্রীষ্টান হওয়াই স্থির করিলাম। স্নেহময়ী জননী কাঁদিতে লাগিলেন, প্রিয় পিতা ও প্রাণ সম ভ্রাতা কত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; অন্যেরা কত নিন্দা ও ভিরস্

স্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ আমাকে এমন উপদেশ দিয়া বুঝাইতে পারিলেন না যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম মিথ্যা, আর মুসলমান ধর্ম্ম সত্য। পরে আমি নিজ আত্মীয় বর্গের সহিত নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন না করিয়া, মিসনারীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরিশেষে অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া রীতিমত খৃষ্টীয়ান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খৃষ্টে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া, প্রিয় আত্মীয় স্বজনের অবাধ্য হইয়া ও তাঁহাদের মনে অতীব কষ্ট দিয়া ১৮৮৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর রবিবারের অপরাহ্ণে পাদ্রী সলিভান সাহেব কর্ত্তৃক বাপ্তাইজিত হইয়া, খ্রীষ্ট সমাজ ভুক্ত হইলাম। তখন যদি আমি বুঝিতে পারিতাম যে, বাইবেল বিকৃত হইয়াছে, ছুষ্ট খ্রীষ্টিয়ানেরা তাহার মধ্যে অনেক কথা যোগ ও বিয়োগ করিয়াছে, খ্রীষ্টিয়ান মিসনারী ও প্রচারকদিগের মধ্যে অনেক নাস্তিক, অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ব্যভিচারী, জাত্যভিমানী, কটুভাষী আছে; তাহা হইলে কখন আমি ভ্রষ্ট খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতাম না। বাপ্তাইজের পর আমি কিছুকাল কৃষ্ণনগর স্কুলে পড়ি, তাহার পর আমার পরম ভক্তি ভাজন রেভারেণ্ড জানি আলী এম, এ (কেম্ব্রিজ) সাহেবের অনুগ্রহ ও দয়াতে কলিকাতার মৃজাপুরস্থ বোর্ডিং স্কুলে গমন করিয়া, কিছু কাল লেখা পড়া শিখি। পরে মিসনারী মহাশয়েরা আমার বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বভাব চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, আমাকে মিসন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য অতীব ইচ্ছুক হন; কিন্তু লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আমার আরও ইচ্ছা হওয়াতে, তাহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই। যাহা হউক,

আমার পরম ভক্তিভাজন রেভারেণ্ড জানি আলি এম্, এ, (কেম্ব্রিজ) ও রেভারেণ্ড বাটলার বি, এ, মহাশয় দ্বয়ের সাহায্যে আমি এলাহাবাদের সেণ্টপাউলস্ ডিভিনিটী কলেজে গমন করি, ও তথায় কয়েক বৎসর পড়িয়া কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এইচ, জি, আর, অর্থাৎ পাঠকরত্ন উপাধি লাভ করি। ইহাতে মিসনারী সাহেবেরা আমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে মিসন কার্য্যে মিসনারী নিযুক্ত করিয়া পাঠান। আমি মিসনারী নিযুক্ত হইয়া প্রথম এলাহাবাদেই মিসন কার্য্য আরম্ভ করি। বলা বাহুল্য এই সময়ে আমি মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তীব্র লিখনী * ধারণ করিয়া অনেকানেক মুসলমান তনয়কে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করি। আর আমি যে কেবল লেখনী চালনা করিয়া অনেক লোককে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি এমন নহে; প্রচার দ্বারাও অনেকানেক হিন্দু মুসলমানকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলাম। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ এলাহাবাদে আমি ভাল মিসন কার্য্য করিতেছি, ইহা কলিকাতার মিসনারীরা দেখিয়া আমাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। কিন্তু কলিকাতায় আমি বেশীদিন কার্য্য করিতে পারি নাই। কারণ আমি যে সময়ে কলিকাতা আগমন করি, ঠিক সেই সময়েই নদীয়া জেলায় মুসলমান মিসনারীর অতীব আবশ্যক হয়; তাহাতে আমি কলিকাতায় সবে দুই বৎসর কার্য্য করিয়া কলিকাতায়

---

* এই সময়ে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লা সাহেবের সহিত আমার সংবাদ-পত্রে লিখিত তর্ক হয়।

সি, এম্, এস্ কন্‌ফারেন্সের আদেশানুসারে শিকারপুরে গমন করি। শিকারপুরে গমন করিয়া আমি অতি আড়ম্বর সহকারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করি। আমি শীত কালে তাম্বুতে এবং বর্ষাকালে নৌকাতে থাকিয়া মফস্বলে প্রচার করিতাম। যাহা হউক আমি যে সময়ে শিকারপুরে মিসন কার্য্য করি, ঠিক সে সময়ে অর্থাৎ ১৮৯২ সালে কুষ্টিয়া এলাকার মুসলমানদিগের সহিত খ্রীষ্টানদিগের ভয়ানক তর্ক অবলম্বন করিয়া, একটী বৃহৎ সভা হয়। আমি কুষ্টিয়ার ঐ তর্ক উপলক্ষে উক্ত সভাতে গমন করিয়া পদ্মা নদীর তীরস্থ অনেকানেক পল্লীতে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করি। এখানে একটী কথা বলা আমার অতীব আবশ্যক; আর তাহা এই—একদিন আমি মধুগাড়ী নামক পল্লীতে তাম্বুর মধ্যে শয়ন করিয়া কোরাণ শরিফের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিতেছি, এমন সময়ে সুরা সফের ৫ আয়েতে উপস্থিত হইলাম। তথায় লেখা আছে যে, "ইসা বলিলেন, * * আমার পরে যে প্রেরিত পুরুষ, যাঁহার নাম আহম্মদ, আগমন করিবেন।" উপরি উক্ত বাক্যটী পাঠ করিতে করিতে কে যেন আমার কর্ণে বলিয়া দিল যে, উক্ত বাক্যটী পূর্ব্বে বাইবেলে ছিল, কিন্তু দুষ্ট খৃষ্টানেরা উহা বাইবেল হইতে বিয়োগ করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক বাইবেল যে পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করিতে লাগিলাম এবং নিম্ন লিখিত কারণে জানিতে পারিলাম যে, বর্ত্তমান সময়ে কোথাও আসল বাইবেল নাই, খৃষ্টানেরা উহা বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন।

(১) এখন যেমন বাইবেল একখণ্ড পুস্তকাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতি প্রাচীন কালে তাহা ছিল না। উহার হস্তলিপি সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ছিল। উক্ত হস্তলিপি সমূহের নাম যথা—"আলেকজাণ্ড্রিয়া" হস্তলিপি, "ইফ্রায়ীমী" হস্তলিপি ও "ভ্যাটীকান" হস্তলিপি ইত্যাদি। ঐ সকল হস্তলিপিতে কমি বেশী আছে, আর পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঐক্যতা নাই।

(২) যিহুদীদিগের বাইবেলের সহিত খৃষ্টানদিগের বাইবেলের মিল নাই। যিহুদীদিগের বাইবেলে লেখা আছে যে, মসীহ আসিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন করিবেন; কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলে তাহা লেখা নাই। কিন্তু যিহুদীদিগের বাইবেলে লেখা আছে।

(৩) রোম্যান ক্যাথলিকদিগের বাইবেলের সহিত প্রটেষ্টাণ্টদিগের বাইবেলের মিল নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কখনই এত অনৈক্য দৃষ্ট হইত না।

(৪) রোমীয় ক্লেমেণ্ট, পলিকার্প ইগ্নাতিউস্ ও তর্ত্তুলিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন খ্রীষ্টানেরা অতি প্রাচীন কালে বাইবেলের যে সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বাইবেলের বচনাবলীর সহিত উহার ঐক্যতা দৃষ্ট হয় না।

(৫) এলাহাবাদস্থ সেণ্টপাউলস্ ডিভিনিটী কলেজের অধ্যাপক পাদ্রী হ্যাকেট বি, ডি, সাহেব বলেন যে, মূল হস্তলিপির সহিত উর্দ্দু অনুবাদের মিল নাই।"

(৬) কলিকাতার মহম্মদীয় মিসনের ভূতপূর্ব্ব মিসনারী পাদ্রী জানি আলী এম্, এ (কেম্ব্রিজ) সাহেব বলেন যে, হিব্রু ও গ্রীক্ বাইবেলের সহিত ইংরেজী অনুবাদের মিল নাই।"

(৭) অমৃতসরের মিসনারী পাদ্রী ইমাদ উদ্দীন ডি, ডি সাহেব বলেন যে, "আরবী বাইবেলের সহিত পারসী বাইবেলের, আবার পারসী বাইবেলের সহিত উর্দ্দু বাইবেলের মিল নাই।"

(৮) সর্কিল হারোনী নামক জনৈক খৃষ্টীয় উপদেশক ছিলেন; তিনি বলেন, উর্ব্বাস্থসের সময়ে আরবী বাইবেলের ভূমিকা সংশোধন করেন। তিনি বলেন যে, "লিপিকারের ভ্রম প্রযুক্ত মূল হস্তলিপির সহিত হিব্রু ও গ্রীক্ বাইবেলের মধ্যে অমিল হইয়াছে।"

(৯) সম্প্রতি পাদ্রী বম্ওয়েস্ সাহেব তাঁহার অনুবাদিত বাইবেল হইতে, বাইবেলের নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলি বিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলেন, উহা বাইবেলের বাক্য নয়। কোন দুষ্ট খৃষ্টান উহা বাইবেলের মধ্যে যোগ করিয়া দিয়াছে।

মথি ৬ অধ্যায় ১৩ পদ। "যেহেতুক রাজ্য ও পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার।"

মথি ১৮ অধ্যায় ১১ পদ। "যাহা হারান ছিল, তাহার অন্বেষণ করিতে মনুষ্য পুত্র আসিয়াছেন।"

মথি ২০ অঃ ১৬ পদ। "অন্ত লোকেরা প্রথম হইবে ও প্রথম লোকেরা অন্ত হইবে।"

মার্ক ১৬ অঃ ৯ হইতে ২০ পদ। "সপ্তাহের প্রথম দিবসে * * * বাক্যটী সপ্রমাণ করিলেন!"

লুক ৯ অঃ ৫৬ পদ। "মনুষ্য পুত্র * * * গমন করিলেন" ইত্যাদি আরও শত শত বাক্য তিনি বাইবেল হইতে বিয়োগ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা লিখিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া উঠে।

(১০) যিহুদী লোকেরা যখন বাবিল নগরে বাস করেন, তখন কোন শত্রু কর্ত্তৃক বাবিল নগর বিনষ্ট হওয়াতে প্রকৃত তৌরেৎ নষ্ট হইয়া যায়। এই ঘটনার বহুকাল পরে তাহাদের ধর্ম্মযাজকগণ স্ব স্ব স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, কোনও প্রকারে তৌরিতের পুনর্গঠন করেন। কিন্তু আন্তিওকস্ রাজার আক্রমণে তাহাও আবার বিলুপ্ত হয়। অতঃপর যিহুদী ধর্ম্মযাজকগণ স্ব স্ব মতানুসারে গড়িয়া পিটিয়া একটা কিছু তৈয়ার করিয়া লন। এই গ্রন্থই বর্ত্তমান তৌরেৎ। এই তৌরেৎ খোদাতাআলার প্রকৃত তৌরেৎ নহে। কিন্তু যিহুদীগণ ইহার মতানুসারেও চলিত না। বরং অনেক ধর্ম্মযাজক কাহারও কাহারও নিকট উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহাদের মতানুসারে উহার অনেক ভুল পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

যাহা হউক, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি যখন বাইবেল, আর সেই বাইবেল যখন বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা যখন আমি বিশেষ রূপে অবগত হইলাম, তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আমার অনাস্থা অভক্তি ও সন্দেহ জন্মিল। পাঠক! যে ধর্ম্মের জন্য আমি স্নেহের পিতা মাতা, প্রাণ সম ভ্রাতা ভগিনী, প্রাণের প্রিয় বন্ধু

বান্ধব, সত্য ও সনাতন মুসলমান ধর্ম্ম, এমন কি, জগৎ পরিত্যাগ করিলাম, সেই ধর্ম্ম মিথ্যা হইল; ইহাতে আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল; কি করি, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারি না; খৃষ্টান ধর্ম্ম যে মিথ্যা হইবে, ইহা পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই। অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া হৃদয় খুলিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া, বিশেষ চিন্তা ও বিবেচনা সহকারে বাইবেল পাঠ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমি যতই বাইবেল পাঠ করি, ততই যেন বাইবেলের ভ্রষ্টতা দেখিতে পাই। বাইবেলের শিক্ষানুসারে খৃষ্ট পাপীর পরিত্রাণ কর্ত্তা; কিন্তু পরিত্রাণ কর্ত্তার সৎ ও সাধু হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ, যখন খঞ্জ ব্যক্তি নিজেই চলৎশক্তি রহিত, তখন সে অন্যকে কি প্রকারে বহন করিবে? আমার জ্ঞান ও বিবেচনা অনুসারে খ্রীষ্ট নিষ্পাপ হইলেও খৃষ্টানদের বাইবেল অনুসারে তিনি দোষী। বাইবেলে লেখা আছে যে, "স্ত্রীলোকের গর্ব্ভজাত পুত্র নির্দ্দোষ নহে।" আয়ুব ২৫ অঃ ২-৪ পদ। আর খ্রীষ্ট স্ত্রীলোকের গর্ব্ভজাত।" দেখ গালাতীয় ৪; ৪ পদ। তবে খৃষ্ট কি প্রকারে নির্দ্দোষ? পাঠক আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন।

এক দিন এক ব্যক্তি আসিয়া যীশুকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, "হে সদ্‌গুরো!" তাহাতে খ্রীষ্ট বলেন যে, "তুমি আমাকে কেন সৎ বল? একমাত্র ঈশ্বর ব্যতিরেকে কেহ সৎ নাই।" দেখ মথি ১৯; ১৬ পদ। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ঈশ্বরের ন্যায় সৎ ছিলেন না। খৃষ্ট স্বীয় মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, "হে নারী তোমার সহিত আমার

সম্পর্ক কি ?" দেখ যোহন ২ অঃ ৪ ; ১৯ অঃ ২৬ পদ। আপন মাতাকে এরূপ রূঢ় কথা বলা কি পাপ নয় ? অবশ্য পাপ ও অধর্ম্ম। খৃষ্ট একটী লোকের সামান্য ভূত ছাড়াইতে গিয়া এক পাল শূকর বধ করিয়াছিলেন। দেখ মথি ৮ ; ২৮-৩২ পদ।

দয়ালু লোকে কি এমন নিষ্ঠুরের কার্য্য করিতে পারে ? খ্রীষ্ট এক দিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটী ডুম্বুর বৃক্ষের নিকটে যাইয়া আহারার্থে ফল অন্বেষণ করেন। কিন্তু তখন ফলের সময় নয় সুতরাং তাহাতে ফল না পাওয়াতে, অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া "আর যেন তোমাতে কখন ফল না ধরে" বলিয়া অভিশাপ দেন। খোদা কি কখন ক্ষুধিত হন ? দেখ মথি ২ অঃ ; ১৮-১৯ পদ। ইহা যদি পাপ না হইবে, তবে আর কাহাকে পাপ বলিব ?

খৃষ্টে আমার অচলা ভক্তি ছিল, কিন্তু যখন আমি উপরোক্ত বাক্যগুলি বিশেষ চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া পাঠ করিলাম, তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি আমার অত্যন্ত অভক্তি জন্মিল।

ইহা ব্যতীত নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলিতেও খৃষ্ট ধর্ম্মে আমার অভক্তি হয়।

(১) খৃষ্টানদের বাইবেল শাস্ত্র পূর্ণ নহে, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ।

"এবিষয়ে যীশুখৃষ্ট শিষ্যদিগকে বলেন, তোমাদের প্রতি আমার অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সেই সকল কথা এখন তোমরা সহিতে পারিবে না ; এই জন্য বলিলাম না। কিন্তু এক শ্রবণকারী সাক্ষ্যদাতা যাহার নাম "সত্যতার আত্মা" তিনি আসিয়া সমস্তই শিক্ষা দিবেন। দেখ যোহন ১৬ অঃ ১২ ও ১৩ পদ।

পাউল বলেন, "আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ শিক্ষার সময় আসিতেছে।" দেখ ১ করিন্থী ১৩ অঃ ৯-১১ পদ, "এবং ঐ পূর্ণতা আসিলে অসম্পূর্ণতা উঠিয়া যাইবে।"

(ক) নীকিয় সভার পূর্ব্বে খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া মানিত না, দেখ মণ্ডলীর ইতিহাস।

(খ) পাদ্রী এরিউস্ খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই।

(গ) যুষ্টিন মার্টর ক্লেমেণ্ট অরিজেন ইত্যাদি প্রাচীন খ্রীষ্টানেরা খৃষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেন না।

(ঘ) খৃষ্ট বলেন, "আমা অপেক্ষা আমার পিতা মহান্।" যোহন ১৪ ; ২৮ পদ।

(ঙ) লুক ২ অঃ ৫২ পদে লেখা আছে যে, "যীশুর জ্ঞান ও বয়স এবং তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের দয়া বাড়িতে থাকিল।" ঈশ্বরের কি জ্ঞান ও বুদ্ধি বাড়ে ?

(চ) এক সময়ে খৃষ্টের শিষ্যেরা খৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রভু! বিচার দিন কবে হইবে ? খৃষ্ট বলেন, আমি জানি না। কেবল যিনি ঈশ্বর, তিনিই জানেন। দেখ মার্ক ১৩ অঃ ৩২ পদ। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন না। যদি তিনি ঈশ্বর হইতেন, তাহা হইলে বিচার দিবস কবে হইবে বলিতে পারিতেন।

ইহা ব্যতীত খ্রীষ্ট বলিয়াছেন যে, "আমি আমার ইচ্ছা সাধন করিবার নিমিত্ত স্বর্গ হইতে যে নামিয়া আসিয়াছি, তাহা নয় ; কিন্তু আমার প্রেরণ কর্ত্তার ইচ্ছা সাধন করিবার নিমিত্ত।"

যোহন ৬ অঃ ৩৮ পদ। গেথ্‌শিমনি উদ্যানে খৃষ্ট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে ঈশ্বর আমার ইচ্ছা মত নহে, কিন্তু তোমার ইচ্ছা মত হউক।" লুক ২২ অঃ ৪২ পদ। যীশু আরও বলেন, "আমি আপনা হইতে কিছু করিতে পারি না।" যোহন ৫ অঃ ৩০ পদ। উপরোক্ত বাক্য দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বর ছিলেন না। আর বাইবেল দ্বারাও তাহার প্রমাণ হয় না।

(২) খৃষ্টিয়ানেরা ত্রিত্ব মানেন। তাঁহারা বলেন যে, এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি আছেন অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। বাস্তবিক এ কথা সম্পূর্ণ যুক্তি ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ত্রিত্ব সম্বন্ধে খ্রীষ্টান মণ্ডলী নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বিশ্বাস করেন। "পিতা এক ব্যক্তি, পুত্র অন্য এক ব্যক্তি, পবিত্র আত্মা অন্য এক ব্যক্তি; কিন্তু পিতার, পুত্রের ও পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব একই মহিমা তুল্য ও সম নিত্য। পিতা যাদৃশ, তাদৃশ পুত্র এবং পবিত্র আত্মাও তাদৃশ। পিতা অসৃষ্ট, পুত্র অসৃষ্ট এবং পবিত্র আত্মাও অসৃষ্ট। পিতা অপরিমেয়, পুত্র অপরিমেয়, এবং পবিত্র আত্মাও অপরিমেয়। পিতা নিত্য, পুত্র নিত্য ও পবিত্র আত্মাও নিত্য। পিতা সর্ব্ব শক্তিমান্, পুত্র সর্ব্ব শক্তিমান্, পবিত্র আত্মাও সর্ব্ব শক্তিমান্। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর। পিতা প্রভু, পুত্র প্রভু এবং পবিত্র আত্মাও প্রভু।" দেখ চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের প্রার্থনা পুস্তক।

যাহা হউক, উপরোক্ত বাক্যগুলি বাইবেলে কিন্তু পাওয়া যায় না বলিয়া ডিসেণ্টার খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করে না।

আমি প্রায় ৯।১০ বৎসর খ্রীষ্ট সমাজে থাকিয়া, খ্রীষ্টানদের ডিভিনিটী কলেজে পড়িয়া বিশেষ বিশেষ খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের সহিত ত্রিত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাকে কোন পাদ্‌রি সাহেব উক্ত বিষয়টী বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন নাই। সকল খ্রীষ্টান পণ্ডিত প্রায় এই কথা বলেন যে, "আত্মা শরীর ও মন সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু হইলেও, যেমন একটী লোক বুঝায়, তদ্রূপ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মাও এক ঈশ্বর। কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ অমিল ও অলীক, তাহা আমার পরম ভক্তিভাজন যশোহর ছাতিয়ানতলা নিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের-উল্লা সাহেব কৃত "রদ্দে খৃষ্টীয়ান" নামক পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিলে, সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবেন। উক্ত পুস্তক গ্রন্থকারের নিকট সডাক ॥/০ নয় আনা মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ড অল্প দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। খৃষ্টানেরা বাইবেল মানে না। কারণ বাইবেলে লেখা আছে যে, "ত্বক্-চ্ছেদ (খৎনা) অতি আবশ্যক।" দেখ লেবীয় ১২ অঃ ৩ পদ। কিন্তু প্রায় সমস্ত খৃষ্টান অত্বক্‌চ্ছেদী। কেবল মুসলমান খৃষ্টানেরাই ত্বক্‌চ্ছেদী। বাইবেলে লেখা আছে, "সুদ লইবা না।" দেখ যাত্রা ২২ অঃ ২৫ পদ। কিন্তু খৃষ্টানেরা সুদের ব্যাঙ্কও করিয়াছেন।

বাইবেলে লেখা আছে যে, "যাহারা শূকর ভক্ষণ করিবে, তাহারা স্বর্গে যাইতে পারিবে না।" দেখ লেবীয় ১১ ; ৬। কি মুসলমান-খৃষ্টান ব্যতীত প্রায় সকল খৃষ্টানই উহা ভক্ষণ করে।

খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর ব্যভিচার করিতে আদেশ দেন, দেখ হোসেয় ১ অঃ ২ পদ ও উক্ত পুস্তকের ৩ অঃ ১ পদ।

খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর প্রস্তর সদৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ। দেখ যাত্রা ২৪ অঃ ৯ পদ।

খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক সদৃশ হন। দেখ বিলাপ ৩ অঃ ১০ পদ। উপরোক্ত কারণ গুলিতে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে আমার অবিশ্বাস ও অনাস্থা হইলে, আমি যৎপরো-নাস্তি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হই। এখানে একটী কথা পাঠককে বলিয়া যাই যে, আমি যে সময়ে এলাহাবাদের "মাদরাছা ইল্‌ম এলাহী"তে পড়িতাম, সেই সময়ে বাঙ্গালী ব্রাহ্ম ভায়াদিগের সহিত মিশিতাম। সময়ে সময়ে তাহাদের উপাসনা গৃহে যাই-তাম ও তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিতাম; তাহাতে ব্রাহ্মদের শাস্ত্র ও ধর্ম্মমত আমার কতকাংশ জানা ছিল। এই সময়ে মনে মনে স্থির করিলাম যে, খৃষ্ট সমাজে আর না থাকিয়া কলিকাতায় যাইয়া ব্রাহ্ম মত ভাল করিয়া অবগত হইয়া, ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইব। ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সহিত মিশিলাম; তাঁহাদের উপাসনা গৃহে ও ধর্ম্ম মন্দিরে যাইতে লাগিলাম; কলিকাতার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের আদেশানুসারে মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় দ্বয়ের লিখিত পুস্ত-কাদি পাঠ করিতে লাগিলাম; ব্রাহ্ম মত ভাল লাগিল; এক দিন বৈকালে কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, এমন সময়ে পথে বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে, অদ্য বৈকালে বাবু নগেন্দ্র নাথ মিত্র নামক জনৈক ব্রাহ্ম পণ্ডিত "মহাম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম"

সম্বন্ধে আলবার্ট হলে বক্তৃতা করিবেন, তাড়াতাড়ি আলবার্ট হলে গমন করিলাম ও বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। বক্তা যত কথা বলিলেন, সমস্তগুলিই আমার মন মত হইল ও তদ্দ্বারা আমি বিশেষ উপকৃত হইলাম। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বক্তা শ্রোতাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "আপনারা সকলেই জানেন যে, খ্রীষ্টানেরা অন্যান্য ধর্ম্মের মহত্ত্ব দেখিতে পান না; বিশেষতঃ হজরত মোহাম্মদের প্রতি তাঁহাদের কি প্রকার বিদ্বেষ ভাব, তাহা আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। অনেক খৃষ্টান পণ্ডিত হজরত মোহাম্মদকে সম্পূর্ণ ভণ্ড, কপট, বিলাসী, নৃশংস, ধর্ম্মহীন বলিয়া থাকেন। কিন্তু যাহার ভিতরে ধর্ম্ম নাই, তিনি কি কখন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারেন? কপট, নৃশংস অসার ও ভণ্ড লোক কর্ত্তৃক কখনও ধর্ম্ম স্থাপন হইতে পারে না। সত্য সনাতন বিধাতা যদি মোহাম্মদের কার্য্যে সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে মোহাম্মদের সাধ্য কি যে তিনি ধর্ম্ম রচনা করেন! সহস্র সহস্র লোক মোহাম্মদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল; (উঠ) বলিলে উঠিত, (বস) বলিলে বসিত। এখনও কোটী কোটী লোক তাঁহার উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিদিন পাঁচ বার নমাজ পড়িতেছেন; এখনও তাঁহার উপদেশক্রমে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতেছে, ঈদৃশ মহাত্মা মহাজনকে ভণ্ড বলা বাতুলতার পরিচয় দেওয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বক্তা হজরত মোহাম্মদের (দরুদ) মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন যে, "যে মোহাম্মদ এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন

না, একমাত্র ঈশ্বরের গৌরব ভিন্ন আর কাহারও গৌরব বুঝিতেন না, তাঁহাকে ভণ্ড বলিও না। যে মোহাম্মদ দুঃখীদিগকে এত ভালবাসিতেন যে, প্রতি ব্যক্তির উপার্জ্জিত অর্থের এক নির্দ্ধারিতাংশ দরিদ্রদিগের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই দয়ালু মহাপুরুষকে ভণ্ড বলিও না। যিনি বিলাসিতাকে সর্ব্বতোভাবে ঘৃণা করিতেন, সামান্য রুটী জল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন, প্রতি বর্ষে রমজান মাসে নিভৃত স্থানে শৈল শিখরে আরোহণ করিয়া গভীর তপস্যায় নিযুক্ত হইতেন, সেই সাধক ও তপস্বী শ্রেষ্ঠ মহম্মদকে ভণ্ড বলিও না। মোহাম্মদ (দঃ) পাছে তাঁহার পবিত্র সমাধি স্তম্ভকে ঈশ্বর প্রাপ্ত সম্মান দান করে, এই আশঙ্কায় তাদৃশ সম্মান প্রদান করা অন্যায় বলিয়া শিষ্যদিগকে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সেই হজরত মোহাম্মদকে ভণ্ড বলিও না। যাঁহার ধর্ম্ম পরমেশ্বরে আত্ম সমর্পণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, নিশ্চয় তাঁহার ধর্ম্ম মহৎ। মোহাম্মদ বলিয়া গিয়াছেন, ইস্‌লাম ধর্ম্মের সার অর্থ "ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ" ইত্যাদি। উপরোক্ত বাক্যগুলি আমি শ্রবণ করিয়া পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মের বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পরে বিশেষ বিশেষ মুসলমান ধর্ম্ম পণ্ডিতদিগের নিকটে গমন করিয়া, তাঁহাদের নিকটে সত্য সনাতন দীন ইস্‌লামের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করি। তাহার পর অনেকানেক গ্রন্থ পাঠে, বিশেষ আমার পরম ভক্তিভাজন মুন্সী মোহাম্মদ মেহের উল্লা সাহেব কৃত রদ্দে-খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল ইস্‌লাম ও শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ

ও শেখ আবদর রহিম সাহেব কৃত ইস্‌লাম তত্ত্ব ১ম ও ২য় খণ্ড পাঠ করণান্তর পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার মনোভাব কোন খৃষ্টিয়ানের নিকটে প্রকাশ করি নাই, তাহারও অনেক কারণ আছে। যাহা হউক যখন মুসলমান ধর্ম্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল ও আমি আর খৃষ্ট সমাজে থাকিব না, ব্রাহ্ম ধর্ম্মও গ্রহণ করিব না, নিশ্চয় মুসলমান হইব স্থির করিলাম; তখন আর আমার মনোভাব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ কয়েক-জন খৃষ্টিয়ান বন্ধুর নিকটে আমার মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে অবিশ্বাস হওয়ার কারণ বলাতে, তাঁহারাও আমার নিকটে তাঁহাদের বিশ্বাসের অনেক কথা বলিলেন; তাহাতে আমি স্পষ্ট জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা ঠিক খৃষ্টান ধর্ম্ম মানে না, কেবল টাকার জন্য খ্রীষ্টান সমাজে রহিয়াছেন। পরে এক জন বিলাতী পাদ্‌রিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি কি যীশু খ্রীষ্টকে পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া মানেন? তিনি উত্তর করি-লেন যে, "খৃষ্ট ঈশ্বর একথা তিনি বলেন নাই, আমিও বলি না, আপনিও বলিবেন না।" পরে আরও কয়েকজন মিসনারী ও প্রচারকের নিকটে মনোভাব প্রকাশ করাতে জানিলাম, কেহ নাস্তিক, কেহ অবিশ্বাসী বা ব্রাহ্ম। যখন বুঝিলাম যে, খৃষ্টানদের এই অবস্থা, তখন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ও মুসলমান ধর্ম্মের স্বপক্ষে প্রচার আরম্ভ করিলাম। আমি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইব, একথা যখন প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন অনেক বড় বড় মিস-

IMPERIAL LIBRARY.

নারী এ সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ও আমাকে অনেক বুঝাইলেন, বিশেষ উন্নতি করিয়াও দিতে চাহিলেন ; কিন্তু আমি বলিলাম যে, "দোদেল বান্দা কলমা চোর, না পায় বেহেস্ত্ না পায় গোর।" আমি যখন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মানি না, তখন আর সমাজে থাকিব না বলিয়া মিসনারী কার্য্য পরিত্যাগ ও নিজ বাটীতে আগমন পূর্ব্বক প্রিয় আত্মীয় স্বজন সমক্ষে মৌলবী রেয়াজ-উল হক সাহেব কর্ত্তৃক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হই। মুসলমান হইলাম বটে, কিন্তু নদীয়া জেলার অশিক্ষিত মুসলমান সমাজ আমাকে সমাজে লইতে অনিচ্ছুক হইল। হা মুসলমান সমাজ ! তোমরা যাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত, সেই হজরত মোহাম্মদ (দরুদ) বিজাতীয় লোকদিগকে মুসলমান করিবার জন্য কতই না যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কতই না দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্যামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হাজী মীর শাহাদৎ আলী, ধানখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত মুন্শী মইনুদ্দীন আহমদ ও শ্রীযুক্ত সুফি গোলাপ উদ্দীন আহ্মদ ইত্যাদি সাহেবানদিগের যত্ন ও চেষ্টাতে সমাজ আমাকে গ্রহণ করিল। কিন্তু আমার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শেখ জানবর সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। আমিও ঋণ পাপে আবদ্ধ হইলাম। যাহাতে আমি ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি, এতৎ সম্বন্ধে মুন্শী মোহাম্মদ মেহের উল্লা সাহেব অনেক যত্ন ও চেষ্টা করেন, এমন কি তাঁহারই সাহায্যে আজ আমি ঋণ পাপ হইতে মুক্ত।

আপনারা আমার জন্য খোদাতাআলার নিকটে প্রার্থনা

করিবেন, যেন জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে পবিত্র ইস্-লাম-বিশ্বাসে স্থির রাখেন। আমিন্! আমিন্!! আমিন্!!!

বিশ্বাসী মুসলমান ভাইদিগকে আমার সালাম।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন-লিখিত পুস্তকাবলী "৪০ নং কড়েয়া গোরস্থান লেন—কলিকাতা; মোহাম্মদীয় বুক এজেন্সীতে" বিক্রয় হয়। মনি-অর্ডার বা ডাক টিকিটে মূল্য পাঠাইতে হইবে।

পুস্তকের নাম।	মূল্য।	ডাকমাশুল।
খোদা-প্রাপ্তি তত্ত্ব	১।০ ...	/১০
মেহ্‌রুল এস্‌লাম	৶০ ...	৴১০
বিধবা-গঞ্জনা (বৃহৎ আকার) ...	।৶০ ...	/০
পন্দেনামার বঙ্গানুবাদ (পার্সী বয়েত সহ)	৶০ ...	৴১০
জঙ্গে রুম ও ইউনান (গ্রীক্‌ ও তুর্কীর লড়াই)	৸৶০ স্থলে ॥৶০	/১০
উপদেশ-সংগ্রহ (মোনাব্বেহাত) ··	।৶০ ...	৴১০
অগ্নিকুক্কুট (গরু কোরবাণী সম্বন্ধে)	।০ ...	৴১০
গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ (প্রথম খণ্ড) ...	১।০ ...	/০
হৃদয়-সঙ্গীত	।/০ ...	৴১০
গোলেস্তাঁর বঙ্গানুবাদ (পার্সী বয়েত সহ)	॥০ স্থলে ।৶০	৴১০
ইস্‌লাম-দর্পণ ॥০ আনা স্থলে ...	।/০ ...	৴১০
হক নছিহত ...	৴১০ ...	৴১০
জোবেদা খাতুনের রোজ নামচা	/০ ...	৴১০
আমিরজানের ঘর কন্না ...	/০ ...	৴১০

এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের অত্যাবশ্যকীয় আরও বহুবিধ পুস্তক আছে।

আজিজুদ্দীন আহ্‌মদ—ম্যানেজার।

৪০ নং কড়েয়া গোরস্থান লেন; কলিকাতা।

প্রার্থনা।

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন সাহেব এক জন উপযুক্ত প্রচারক ও তেজস্বী বক্তা। তাদৃশ এক জন শিক্ষিত পুরুষের স্বেচ্ছায় খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করা, বাস্তবিক আমাদের গৌরবের বিষয়। কিন্তু তিনি যাবৎ মিস-নারী পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাবৎ অর্থাভাবে অতি সামান্যাবস্থায় কালক্ষেপণ করিতেছেন; এ কথাও মুসলমান সমাজের পক্ষে তাদৃশ কলঙ্ক জনক। শেখ সাহেব মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারার্থে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি এখন উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পাইলে পুস্তকাদি রচনা ও তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা এস্‌লাম বিরোধী বিবিধ সম্প্রদায়ের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারিবেন। অতএব হে স্বধর্ম্ম-হিতৈষী মুসলমান ভ্রাতাগণ আপনারা সত্বরেই উক্ত শেখ সাহেবকে নিমন্ত্রণ দিয়া তাঁহার সুমধুর ওয়াজ শুনিয়া জীবন সার্থক ও যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য দ্বারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারার্থে তাঁহাকে উৎসাহিত করুন।

বিনয়াবনত খাদেমোল ইস্‌লাম—

ফিঃ, মহম্মদ মেহের উল্লা।

ছাতিয়ানতলা—যশোহর।